# পর্দ্দা ও মুসলমান সমাজ।



( "আল [illegible]লাম" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত
"মোসলেম স্ত্রী স্বাধীনতা ও পর্দ্দা"
শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ )।

—*—

মোল্লা জোবেদ আলি কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।



---

আঞ্জামানে ওয়ায়েজিনে হানিফিয়ার
তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

---

কলিকাতা

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

# পর্দ্দা ও মুসলমান সমাজ।



("আল এসলাম" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত
"মোসলেম স্ত্রী স্বাধীনতা ও পর্দ্দা"
শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ)।

—–*–—

মোল্লা জোবেদ আলি কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

আঞ্জামানে ওয়ায়েজিনে হানিফিয়ার
তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

# পর্দ্দা ও মুসলমান সমাজ।

বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, অবগত আছেন যে, "মোহম্মদী" সম্পাদক জনাব মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব "আঞ্জমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা" নামক একটী সমিতি গঠন করিয়া ঐ সমিতির পক্ষ হইতে স্বীয় সম্পাদনাধীনে "আল-এস্‌লাম" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। উক্ত পত্রিকায় "মোসলেম স্ত্রী-স্বাধীনতা ও পর্দ্দা" সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত পত্রিকার তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধসমূহের প্রতিবাদ স্বরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তদনন্তর গত শ্রাবণ মাস হইতে সম্পাদক সাহেব স্বয়ংই মধ্যস্বরূপে—অথচ পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিচয়ের পোষকতায় স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরাণ ও হাদিস শরিফের যেরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সমর্থনপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের হাত, মুখ ও পা খোলা রাখিয়া বহির্গমনের ব্যষস্থা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি রহিয়াছে। তাই আমরা ধর্ম্মভীরু মুসলমান ভ্রাতৃগণকে মোহম্মদী সম্পাদক সাহেবের ভ্রান্তমত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পবিত্র কোরাণ ও হাদিস শরিফের আয়তসমুহের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের পর্দ্দার আবশ্যকতার বিষয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

তফসীর "বয়জবীতে" লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীরই "আওরত" অর্থাৎ আচ্ছাদনীয় বস্তু, কিন্তু জরূরতের জন্য তাহারা শরীরের তিন অংশ খোলা রাখিতে পারে, যথা—মুখমণ্ডল, কব্জী

পর্য্যন্ত হাত এবং পায়ের পাতা। এই জরুরত বা আবশ্যকীয় কার্য্যের মধ্যে নামাজকে আমরা প্রথম ও প্রধান কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। দ্বিতীয়তঃ পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র প্রভৃতির সেবা-শুশ্রূষা এবং সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্নার্থে মহররম পুরুষদিগের সমক্ষে নারীগণ দেহের উপরোক্ত তিন অংশ খোলা রাখিতে পারে; কিন্তু গায়ের-মহররম সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা নহে; তাঁহাদের সমক্ষে নেকাব দ্বারা মুখমণ্ডল এবং দাস্তানা দ্বারা করতল আচ্ছাদিত রাখাই ব্যবস্থা।

জনাব সম্পাদক সাহেব ভাদ্র মাসের "আল-এসলামে" যে মোস্‌লেম শরীফের বিশ্বস্ততা নিঃসন্দেহ রূপে স্বীকার করিয়াছেন, সেই মোস্‌লেম শরীফেই সুরা মিয়ারাজের প্রথম রুকুর শেষাংশের পর্দ্দাসম্বন্ধীয় যে আয়ত আছে, তাহার ব্যাখ্যায় প্রেরিত মহাপুরুষের আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যথা "গায়ের মহররমকে দর্শন করা চক্ষের ব্যভিচার, গায়ের স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ করা কর্ণের ব্যভিচার, অশ্লীল বাক্যালাপ করা জিহ্বার ব্যভিচার এবং নিষিদ্ধ পথে চলা পায়ের ব্যভিচার।" আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের দৃষ্টি এবং আবরণীয় স্থান গায়ের-মহররমগণ হইতে বাঁচাও; অন্যথা খোদাতালা তোমাদের মুখমণ্ডল কালো করিয়া দিবেন"। রমণীর মুখমণ্ডল আবরণীয় বস্তু। তফসীর "বয়জবীর" সিদ্ধান্তানুসারে গায়ের-মহররমগণের সাক্ষাতে উহা নেকাব দ্বারা আচ্ছাদন করাই বিধান।

সুরা নূরের ৪র্থ রুকুতে যে "জীনৎ" শব্দ উক্ত হইয়াছে, ঐ "জীনৎ" দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। রমণীর মুখমণ্ডল, কেশপাশ, হস্ত পদ ও শারীরিক গঠনাদি সকলই স্বাভাবিক "জীনৎ"। ইহার মধ্যে আবার মুখমণ্ডলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকশিত ও পরিবর্দ্ধনার্থে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন

করা যায়, যথা—সুন্দর সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করা, নানা প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার করা, এমন কি, হাতে যে মেন্দিপাতার রংটুকু দেওয়া যায়—চক্ষে যে সোরমা কি কজ্জলটুকু লাগান হয়, সে সকলই কৃত্রিম জীনৎ মধ্যে গণ্য। কোরাণ শরীফে উক্ত উভয় প্রকার জীনৎ গায়ের-মহররমগণের সাক্ষাতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

তফসীর ম'লেমুত তন্‌জীলে হজরত আব্বাছ (রাঃ) হইতে রওয়ায়েত হইয়াছে যে, "স্ত্রীলোকদিগকে মুখমণ্ডল ও মস্তক ঢাকিয়া রাখিতে খোদাতালা আদেশ করিয়াছেন; তাহারা কেবল কার্য্য সম্পাদনার্থে চক্ষুদ্বয় খোলা রাখিতে পারে।"

তেরমেজী শরিফের দ্বিতীয় জেলদের, ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, একদা হজরত জোবের প্রেরিত মহাপুরুষকে বেগানা আওরতের প্রতি অনিচ্ছায় হঠাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমার চক্ষুকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া লও"। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে কোন প্রকারে হউক, স্ত্রীলোকের প্রতি পরপুরুষের দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

প্রেরিত মহাপুরুষের পত্নীদ্বয়—বিবি ওম্মে সালমা ও বিবি ময়মুনা (রাঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে,—"আমরা একদা প্রেরিত মহা-পুরুষের নিকট বসিয়া ছিলাম; তৎকালে এবনে মকতুম নামক এক অন্ধ তথায় উপস্থিত হইলে হজরত আমাদিগকে অন্তরালে যাইতে আদেশ করিলে, আমরা বলিয়াছিলাম, "ঐ ব্যক্তি অন্ধ, সে আমা-দিগকে দেখিতে পায় না এবং আমাদিগকে চিনেও না।" তদুত্তরে হজরত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "সে অন্ধ বটে, কিন্তু তোমরা ত অন্ধ নহ।" এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন কোন বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ, তদনুরূপ কোন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা স্ত্রীলোকের

পক্ষেও নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকেরা হাতের কব্জী পর্য্যন্ত, মুখমণ্ডল ও পায়ের পাতা খোলা রাখিয়া যথেচ্ছা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কি নিশ্চয়রূপে প্রেরিত মহাপুরুষের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয় না?

তার পর সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব 'আকার্ণা" কিম্বা "আকেরণা" শব্দের যে সমালোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ শব্দটির প্রকৃত পাঠ যদি "আকার্ণা" অর্থাৎ গৃহে তিষ্ঠিয়া থাকা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য, আর যদি তাহার প্রকৃত পাঠ "আকের্ণা" অর্থাৎ "স্বগৃহে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে" হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের স্বগৃহে মহররমদিগের সাক্ষাতেও যথাযোগ্য বিধান অনুযায়ী পর্দ্দার সহিত অবস্থান করা কর্ত্তব্য। উক্ত শব্দটির উভয় প্রকার পাঠের কোন প্রকার পাঠেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহির হইবার কোন স্পষ্ট আদেশ কিম্বা ইসারা প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে, পরিলক্ষিত হয় না। স্বগৃহে সমুচিত পর্দ্দার সহিত অবস্থান করা পরিজনবর্গের নিকট স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা সংরক্ষণের একটি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃত পক্ষে ঐ শব্দটি যদি কেবল প্রেরিত মহাপুরুষের পত্নীদিগের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে চাহি যে, যাঁহারা কেয়ামত পর্য্যন্ত যাবতীয় মোসলমানের মাতৃ-স্বরূপা, সমস্ত মোসলমান যাঁহাদের মহররম, তাঁহাদের জন্যই যদি গৃহে তিষ্ঠিয়া থাকা, কিম্বা স্বগৃহে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে পর্দ্দা সম্বন্ধে কি আরও অধিকতর সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য নহে?

তার পর সম্পাদক সাহেব "তাবার্রোজ" শব্দটী লইয়া অনেক টানাটানি করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া

বহির্গমনের ব্যবস্থা প্রমাণিত করিবার জন্য অনর্থক বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, "এই আয়াতে, তাবার্‌রোজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।" এই "তাবার্‌রোজ" শব্দের অর্থ পর-পুরুষকে দেখাইবার বা তাহাদের মনাকর্ষণ করিবার জন্য কুরুচিমূলক বেশ-ভূষা এবং ঠারঠমকসহ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া বেড়ান। আলোচ্য আয়তে ইহার নিষেধ করা হইয়াছে। কি ভাবে (স্ত্রীলোকদিগকে) বাহির হইতে হইবে, এই আয়তেই তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। মাথা ও বুক ঢাকিয়া বাহির হইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

সুরা আহজাবের আয়তের দোহাই দিয়া স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহির হইবার ব্যবস্থা সম্পাদনার্থে জনাব সম্পাদক সাহেব যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরের গণ্ডি পার হইয়া বাহিরে বাহির হইবার কোনই ইঙ্গিত পাই না। মুর্খতার সময়ে আরবীয় স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিলজ্জভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে করিয়া নির্লজ্জতা প্রকাশক ঠারঠমক করিয়া যথেচ্ছা চলা ফেরা করিত, উক্ত আয়তে তাহাই নিষেধ করা হইয়াছে। উহাতে এমন কি কথা আছে যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই চলাফেরা অন্তঃপুরের মধ্যে মহররমগণের সম্মুখের চলা ফেরা না হইয়া অন্তঃপুরের বাহিরের চলা ফেরাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? তবে সম্পাদক সাহেব কি বলিতে চাহেন যে, স্ত্রীলোকেরা কেবল বাহিরে সভ্য ভব্য হইয়া চলিবে, আর অন্তঃপুরে পিতা, ভ্রাতা ও শ্বশুর প্রভৃতি মহররমদিগের সাক্ষাতে যথেচ্ছ নির্লজ্জতার সহিত চলা ফেরা করিবে, তাহাতে কোন রূপ আপত্তি হইবে না।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, বিশেষ ঘটনা কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মহাগ্রন্থ কোরাণ শরিফের বহু আয়ত অবতীর্ণ

হইয়াছে এবং পরিশেষে সেই আয়তের আদেশ কিম্বা নিষেধ সর্ব্বসাধারণের জন্য অলঙ্ঘনীয় বিধানরূপে পরিণত হইয়াছে। স্বীকার করি যে, আলোচ্য আয়তে উল্লেখিত আদেশ বা বিধান কেবল মুসলমানদিগের মাতৃস্বরূপা নবী-পত্নীদিগের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছিল; কিন্তু তাহা যে অপর সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি-পালনীয় নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইতে পারে ?

অনেক সময় মহররমদিগের মধ্যে পরস্পর অতি কুৎসিত ব্যভিচার সংঘটিত হইতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যথাবিহিত পর্দ্দা না থাকাই ঐ প্রকার কুৎসিত ব্যাপারের মূল কারণ। সমুচিত পর্দ্দা না থাকিলে পরস্পর মহররমদিগের মধ্যেও যে অতি বিভৎস ও ঘৃণিত ঘটনা ঘটিতে পারে, বিধানপ্রদাতা সর্ব্বজ্ঞ খোদাতালা তাহা অজ্ঞাত নহেন। সুতরাং উক্ত আয়তে স্ত্রীলোকদিগকে সকল অবস্থায় ও সকল সময়েই কুরুচিসম্পন্ন বেশ ভূষা করিতে ও পুরুষের মনাকর্ষক ঠারঠমক করিয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

"তাবার্‌রোজ" শব্দে যে প্রকার বেশ-ভূষা ও চাল-চলনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে,তাহাতে স্ত্রীলোক-দিগের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা বহির্গমনের কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ আদেশ প্রদত্ত হয় নাই। অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে মহররমদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগকে যে প্রকার বিশুদ্ধতা ও বিধিমত সম্পূর্ণ পর্দ্দার সহিত চলা-ফেরা করিতে হইবে, উক্ত আয়তে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়তে স্ত্রীলোকের বহির্গমনপূর্ব্বক "যথেচ্ছা" চলাফেরা করার কোন আদেশ নাই। উক্ত আয়তে মাথা ও বুক ঢাকিবার ব্যবস্থা আছে,—কিন্তু যথেচ্ছা বহির্গমন কিংবা যথেচ্ছা পরিভ্রমণের কোনই বিধান নাই। সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব কি বলিতে চাহেন যে, স্ত্রীলোকেরা যখন বাহিরে যাইবেন, তখনই কেবল মাথায় ও বুকে কাপড় দিবেন আর

যখন বাড়ীতে পিতা, পিতৃব্য, শ্বশুর, যুবক ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি মহররমদিগের সাক্ষাতে থাকিবেন,—তখন মাথা ও বুক অনাবৃত করিয়া অর্দ্ধোলঙ্গিনী হইয়া থাকিবেন!

কাতাদা উক্ত আয়তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দারা আমরা ইহাই বুঝি যে, আরবীয় স্ত্রীলোকেরা মুর্খতার সময়ে যে প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে করিতে ও চোক ঠারিতে ঠারিতে পথে ঘাটে যাতায়াত করিত, অল্লাহতালা তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন; ইহাতে অঙ্গভঙ্গী করা, চোক ঠারা ও ঠমক করিয়া চলা যেরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের বহির্গমনও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

জনাব সম্পাদক সাহেব উক্ত আয়তের ও "তাবার্‌ রোজ" শব্দের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার সমর্থনার্থে যে আটটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মুর্খতার সময়ে স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার ঠারঠমক ও কুরুচিসম্পন্ন অঙ্গভঙ্গী সহকারে, বাহিরে প্রকাশ্যপথে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার প্রতিকূলে নিষেধাজ্ঞাসূচক। সুতরাং উহাতে স্ত্রীলোকের কুরুচি-সম্পন্ন বেশ ভূষা, ঠারঠমক করা, পদ সঞ্চালনে অঙ্গাভরণের শব্দ করিয়া নিজের প্রতি অন্যের মনাকর্ষণ করা যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্তঃপুরের সীমা পার হইয়া বহির্গমন করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞ পাঠক! একটু মনো-নিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, সম্পাদক সাহেবের আরোপিত আটটী প্রমাণের একটিও অন্তঃপুরের বাহিরে গিয়া যথেচ্ছা যথাতথা ভ্রমণের সানুকূল নহে।

শ্রাবণ মাসের আল-এসলামে শেষকালে সম্পাদক সাহেব বলিয়া-ছেন, "কিন্তু হাত মুখ অনাবৃত রাখিয়া পর-পুরুষের সম্মুখে এবং গৃহের বাহিরে গমনাগমন করার অনুমতিও এই আয়তে পরোক্ষ

ভাবে পাওয়া যাইতেছে"। বিজ্ঞ সম্পাদক সাহেবের এই উক্তিটী নিতান্তই হাস্যাস্পদ। তিনি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পরোক্ষের প্রতি নির্ভর করিতেছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে একান্তই অশোভনীয়। তবে অনেক সময় স্বমত সমর্থনার্থে নিতান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও অবিজ্ঞের ন্যায় এবং অবিচলিত ব্যক্তিকেও বিচলিতের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কপটতা অবলম্বন করিতে হয়।

ভাদ্র মাসের আল্ এসলামে জনাব সম্পাদক সাহেব সুরা আহজাবের সপ্তম রুকুতে উল্লেখিত পর্দ্দাসম্বন্ধীয় আয়তের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যথা—"সেকালের অসভ্য আরবেরা কোন প্রকারের দ্বিধা না করিয়া অপরের গৃহে ঢুকিয়া পড়িত; হজরতের গৃহে এই প্রকার উপদ্রবের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল; খাইবার ইচ্ছায় তাহারা সেখানে যাইয়া বসিয়া যাইত এবং খাওয়া দাওয়ার পরেও আড্ডা জমাইয়া গল্প করিত" ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত আয়তে খোদাতালা ঐ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে মোমীনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না" ইত্যাদি। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, খোদাতালা যাঁহাদিগকে "মোমীন" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব যে, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া "অসভ্য আরব" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। সুরা আহজাবের সপ্তম রুকুতে লিখিত আছে, যথা—"হে মোমীনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না, তবে হাঁ এই যে, আহার সম্বন্ধে তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হইলে, তাহার রন্ধনের অপেক্ষাকারী না হইয়া; কিন্তু যখন তোমাদিগকে ডাকা হয়, তখন প্রবেশ করিও এবং পরে যখন খাইয়া অবসর হও, তখন চলিয়া যাইও। যখন তোমরা নবী-পত্নীদিগের নিকট কিছু চাহিতে ইচ্ছা কর, তখন পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চাহিয়া লও, ইহা তাঁহাদের ও তোমাদের হৃদয়ের জন্য মহাপবিত্রকারী"।

আমরা সম্পাদক সাহেবের ব্যাখ্যানুযায়ী নবীর গৃহে অনাহূতভাবে খাইবার প্রত্যাশায় কোন "অসভ্য আরবের" প্রবেশ ও গল্প গুজবাদি দ্বারা উপদ্রব করার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাই না। সুরা আহ-জাবের সপ্তম রুকুর অন্তর্গত উপরোক্ত যে আয়তসকল অবলম্বন করিয়া জনাব সম্পাদক সাহেব কতকগুলি কল্পিত কথার অবতারণা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বোখারী শরীফ বলিতেছেন—জেহাসের কন্যা বিবি জয়নাবের সহিত হজরতের বিবাহকালে যে অলীমা খানা হইয়াছিল, তাহাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা আসিয়া আহারান্তে একে একে চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তন্মধ্যে তিন ব্যক্তি আহারের পরে তথায় অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল, ইহা হজরতের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা রূঢ় ব্যবহার হয়, মনে করিয়া হজরত নিজেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিবি আয়েশার গৃহে চলিয়া যান। কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাহারা তখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ গল্প-গুজব করিতেছে।" এ সম্বন্ধে মোসলেম শরীফ বলিতেছেন—"উক্ত অলীমা খানাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই তথায় সমাগত হইয়াছিলেন এবং তিন ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই আহারান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন, ঐ তিন জন মাত্র তথায় বসিয়া নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতে ছিলেন" ইত্যাদি। ঐ তিন ব্যক্তির ঐ স্থানে ঐ প্রকার গল্প-গুজব করা প্রেরিতপুরুষের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর ও বিরক্তির বিষয় হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই ঐ আয়ত অবতীর্ণ হয়। মোস্‌লেম ও বোখারী শরীফের হাদীস আলোচনা করিলে ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তথায় পুরুষ পরিচারক ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন না।

উপরে উদ্ধৃত আয়তের ব্যাখ্যায় কোরাণ তরজমায়ে হাদীসে তফসীর বলিতেছেন—যাহাতে উভয় পক্ষের মন পরিষ্কার ও পবিত্র থাকে,

তজ্জন্যই পর্দ্দার বাহিরে থাকিয়া চাহিবার আদেশ হইয়াছে। পাঠক! একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? যাঁহারা মোসলেম জগতের মাতৃস্বরূপা, সমস্ত মোসলমান যাঁহাদের নিকট মহররম, তাঁহাদের সম্বন্ধে যদি এই প্রকার বিধান হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ স্ত্রী ও পুরুষদিগের আপন আপন পর্দ্দা সম্বন্ধে কতদূর সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য?

বর্ত্তমান কালের বিকৃতভাবাপন্ন অনেক স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, বাহিরের দৃষ্টিতে কি আইসে যায়, হৃদয় পবিত্র থাকিলেই হইল। এমন কি, যাঁহারা আপনাদিগকে সুফি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "আমরা যে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা কোন মন্দ ভাবে নহে; তাহাতে আমরা কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিনৈপুণ্য দর্শন করি মাত্র।" বর্ত্তমান সময়ের পীর সাহেবদের মধ্যে অনেকে, আপনাদিগকে যুবতী মুরীদদিগের পিতৃবৎ প্রকাশ করত খোদাতালার আদিষ্ট পর্দ্দা-প্রথাকে একেবারে পদতলে দলিত করিতেছেন! এই সকল স্থানে আমরা বলিতে চাহি যে, পীর, সুফি প্রভৃতি আত্মশক্তিতে নির্ভরকারী মহাত্মাগণ সকলেই মানবীয় ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতাসমন্বিত মানব বটে, কখন কে পদস্খলিত হইয়া পতিত হন, তাহার স্থিরতা নাই। অতঃপর আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বেপর্দ্দাজনিত কুবাসনার উত্তেজনা হইতে সাধারণ মানুষ ত' দূরের কথা, কোন কোন নবী ও ফেরেস্তাও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পাপপঙ্কে পতিত হইয়াছেন। খোলাসাতোৎ-তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, "খোদাতালা সংক্ষেপতঃ পবিত্রচিত্ত ও পবিত্রদৃষ্টিবিশিষ্ট মোমীন ও মোমীনাদিগের এইরূপ লক্ষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বেগানা পুরুষ কোন বেগানা রমণীকে এবং বেগানা রমণী কোন বেগানা পুরুষকে দর্শন করেন না। প্রয়োজন হইলে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া বাক্যালাপ করেন এবং এমত স্থলে স্ত্রীলোকেরা অতি সংক্ষিপ্ত কথায় আলাপ শেষ করেন ইত্যাদি।"

পাঠক, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন কালে যদি ইসলামানুমোদিত পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হারূত ও মারূতের ন্যায় পবিত্র ফেরেস্তাদ্বয় জোহরা নাম্নী স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া পতিত ও লাঞ্ছিত হইতেন না; কিংবা হজরত দায়ুদ (অঃ) এর ন্যায় মহাপুরুষ উরীয়া-পত্নীর সৌন্দর্য্য দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইয়া পদস্খলিত ও লাঞ্ছিত হইতেন না। ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য সত্য যে, বিশ্বাসী নর-নারীর অন্তর বাহির সুপবিত্র রূপে রক্ষা করিয়া তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরম মঙ্গল সাধনার্থেই সর্ব্বমঙ্গলময় খোদাতালা "দিন এসলামে" পর্দ্দা-প্রথা দৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। হজরত দায়ুদ (অঃ), হারূত ও মারূত ফেরেস্তাদ্বয়-সম্পর্কিত এবং বর্ত্তমান ও পুরাকালের অনেক ঘটনা আলোচনা করিলে দৃঢ়রূপে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁহারা খোদাতালার পবিত্র বিধান এই পর্দ্দা-প্রথা লোপ কিংবা শিথিল করিবার চেষ্টা ও কল্পনা করেন, তাঁহারা এসলামের ও পবিত্র মোসলমান সমাজের প্রকাশ্য শত্রু। তাঁহাদের সম্বন্ধে সমাজের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সুরা আহজাবের যে আয়তটি সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব স্বীয় মত সমর্থনার্থে উপস্থিত করিয়াছেন, ঐ আয়তের ব্যাখ্যাতে খোলাসাতোৎ তফসীরে উক্ত হইয়াছে, যথা—"পর্দ্দা অবশ্য প্রতিপালনীয়। তদ্ব্যতীত মহররম ছোট ছোট বালক ও বৃদ্ধদিগের সমক্ষেও পর্দ্দা সংরক্ষণ করা ভাল।"

দোর্‌রল-মোখ্‌তার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"বর্ত্তমান যুগে মহররম ব্যক্তিদিগের সম্মুখেও স্ত্রীলোকদিগের মুখ আচ্ছাদন করা মঙ্গলজনক।"

বয়জাবী আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"স্বামী ও মহররম ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর সমস্ত লোকের নিকট স্ত্রীলোকেরা আপনার সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে।"

সুরা নূর—নবম রূকুর অন্তর্গত যে আয়ত জনাব সম্পাদক সাহেব স্বীয় মত সমর্থনার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তফসীর কাশ্যাফের মধ্যে ঐ আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত সময় ও অবস্থাতে স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জী পর্য্যন্ত ও পায়ের পাতা খোলা রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে ঃ—

১। ঘটনাক্রমে যখন কোন স্ত্রীলোকের বিচারকের ( কাজী ) নিকট কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইতে হয়।

২। অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের দেওয়া লওয়া, গমনাগমন ও কোন প্রকার খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি গৃহ কার্য্যের সুবিধার জন্য উপরোক্ত তিন স্থান খোলা থাকিতে পারে।

৩। ভিক্ষাজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য উপরোক্ত তিন স্থান খোলা থাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

এসলামের অভ্যুত্থানকালে মোসলমান স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয় স্বামী কিংবা মহররম পুরুষদিগের সহিত কার্য্য উপলক্ষে দেশ পর্য্যটনে ( সফরে ) যাইতে হইত। তৎকালে স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার পোষাক পরিধান করিতেন, তাহাতে ( সেই পোষাকে ) তাহাদিগকে বাহনে উঠাইতে নামাইতে তাহাদের গলা ও বুকের কতক অংশ অনাবৃত হইয়া পড়িত। সেই বেপর্দ্দা অবস্থা নিবারণার্থে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। তফসীরকারগণ এই আয়তের ব্যাখ্যায় স্ত্রীলোকের আপাদ-মস্তক আবৃত করা সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত তফসীরে আরও বলি-তেছেন যে, আলোচ্য আয়তে মহররমদিগের মধ্যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি অনেককে নির্দ্দেশপূর্ব্বক উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে চাচা ও মামাকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তফসীর কাশ্যাফ মধ্যে চাচা ও মামার সম্মুখবর্ত্তিনী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে মকরুহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এখন পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, স্ত্রীলোক-

দিগকে মহররমদিগের সম্মুখবর্ত্তিনী হওয়া সম্বন্ধে শরিয়ত যখন এতাধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন গায়ের মহররমদিগের সাক্ষাতে হাত, মুখ ও পা খুলিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে "যথেচ্ছা" ভ্রমণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কতদূর নিষিদ্ধ।

কথিত আছে যে, হজরত ওমর ( রাঃ ) স্ত্রীলোকের পর্দ্দা ও গৃহে তিষ্ঠিয়া থাকার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন এবং এতৎসম্বন্ধে খোদাতালা হইতে যেন কোন আদেশ অবতীর্ণ হয়, সতত এমন কামনা করিতেন। একদা তিনি হজরত প্রেরিত মহাপুরুষকে বলিয়াছিলেন—"হজরত, আপনার সমীপে ভাল মন্দ কত প্রকারের লোক সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন, আপনি যদি বিশ্বাসিবর্গের মাতৃস্বরূপা নবী-পত্নীদিগকে পর্দ্দায় থাকিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।" তখন খোদাতালা হইতে সুরা আহজাবের তৃতীয় রুকুর অন্তর্গত পর্দ্দা সম্বন্ধীয় আয়তটি অবতীর্ণ হইয়াছিল।

অন্য রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, একদা প্রেরিত মহাপুরুষ স্বগৃহে অপর কোন ব্যক্তির সহিত আহার করিতেছিলেন, বিবি আয়েশা সিদ্দিকা পরিবেশন করিতেছিলেন এবং পরিবেশন কালে পরিবেশনকারিণীর হস্ত ঐ অপর পুরুষের হস্তের সহিত সংস্পর্শিত হয়। এই ঘটনা হজরত প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট অত্যন্ত বিগর্হিত বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই পর্দ্দা সম্বন্ধীয় আয়ত নাজেল হয়।

তফসীর কাশ্যাফ সুরা আহজাবের ৪র্থ রুকুর ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "স্ত্রীলোকেরা এমন ভাবে শরীরের উপর দিয়া কাপড় ঝুলাইয়া ( লট্‌কাইয়া ) দিবে, যেন তাহাতে তাহাদের আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হয়"। এবনে-সীরিন হইতে রওয়ায়েত আছে যে, ওবায়দাত ও সলমনি তাঁহাকে পর্দ্দা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোকেরা চক্ষের উপরস্থ ভ্রূযুগল এবং নাসিকার উপরিভাগ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিবে, একটি চক্ষুমাত্র খোলা থাকিবে।"

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এমাম গাজ্জালী সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "কিমিয়া সায়াদতের" অনুবাদ "আকসির হেদায়েত" নামক গ্রন্থে লক্ষ্ণৌবাসী প্রসিদ্ধ মৌলবী জনাব ফখরউদ্দিন সাহেব বলিতেছেন, যথা 'হাদীস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, খোদাতালা স্ত্রীলোকদিগকে দুর্ব্বলা ও আচ্ছাদনীয় বস্তু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের আত্মরক্ষার্থে চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য—অর্থাৎ তাহারা বেগানা লোকের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। গায়ের মহররম ব্যক্তি যেন তাহাদের (গলার আওয়াজ) স্বর শুনিতে না পায় এবং তাহারা যেন গৃহে আবদ্ধ থাকে। ঐ পুস্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"যাহাতে পরিণামে অনিষ্টপাত হইতে পারে, তাহা হইতে সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের বহির্গমন হওয়া, গৃহের ছাতে যাওয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হওয়া যথাসাধ্য নিবারণ করা কর্ত্তব্য। গবাক্ষদ্বার দিয়া তাহারা যেন বাহিরের, পুরুষদিগের ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন না করে। স্ত্রীলোকেরা যেন গায়ের-মহররম ব্যক্তিকে এবং গায়ের মহররম ব্যক্তিরা যেন তাহাদিগকে না দেখে। কারণ চক্ষু হইতে নানাপ্রকার বিনাশজনক আপদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের কোন প্রকার তামাসা দর্শন করা কেহ লঘু বিষয় মনে না করে"।

কথিত আছে যে, প্রেরিত মহাপুরুষ একদা নারীশ্রেষ্ঠা বিবি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন্ কার্য্য ভাল ?" বিবি ফাতেমা ( রাঃ ) উত্তর দিয়াছিলেন "সে কোন গায়ের মহররম পুরুষকে না দেখে এবং কোন গায়ের মহররম পুরুষ তাহাকে না দেখে"। এতচ্ছ্রবণে হজরত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিবি ফাতেমাকে ( রাঃ ) আপনার কলিজার টুকরা বলিয়া আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

হজরত মায়াজ নামক জনৈক সাহাবা স্বীয় বণিতাকে খিড়কীর দ্বার দিয়া উঁকি মারিতে দেখিয়া, তাহার শাসনার্থে তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

আল-এস্‌লামের ভাদ্রের সংখ্যায় সম্পাদক সাহেব সুরা আহ-জাবের সপ্তম রুকুর অন্তর্গত যে আয়তের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহার সমালোচনা করিয়া তরজমায় হাদীসে তফসীর গ্রন্থের প্রমাণ সহ দেখাইয়াছি যে, খোদাতালা উভয় পক্ষের মন পরিষ্কার ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে কিছু চাহিতে হইলে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া চাহিবার আদেশ করিয়াছেন। ঐ আয়তের পরেই কোরাণ বলিতেছেন, "ইহা (অর্থাৎ অন্তরালে থাকিয়া চাহা) তোমাদের জন্য মহাপবিত্র-কারী"। ঐ আয়তসমূহের আদেশ মধ্যে আমরা স্ত্রীলোকের হাত, মুখ খোলা রাখিয়া যথেচ্ছা বহির্গমনের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আদেশ কিংবা ইশারা প্রাপ্ত হই না।

তার পর সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব বোখারী হইতে বিবি সওদার বহির্গমন সম্বন্ধে বিবি আয়েশার যে উক্তি স্বীয় মত সমর্থনার্থে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বিবরণ পাঠে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, স্থুলকায় হেতু হজরত ওমর বিবি সওদাকে চিনিতে পারিয়া-ছিলেন; মুখ দেখিয়া চিনেন নাই। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, যদিও বিবি সওদা কোন রূপ অপরিহার্য্য দরকারী কার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখমণ্ডল অনাবৃত করিয়া বাহির হন নাই। তারপর সম্পাদক সাহেব বলিয়াছেন, হজরত প্রেরিত মহাপুরুষ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী বলিতেছেন, "তোমাদিগকে দরকারী কার্য্যের জন্য বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে"। পাঠক হজরতের উক্তির অন্তর্গত এই "দরকারী কার্য্যে" আমরা কি বুঝিয়া লইব যে, মুখমণ্ডল, হাত কব্জী পর্য্যন্ত এবং পায়ের পাতা খোলা রাখিয়া স্ত্রীলোকেরা "যদিচ্ছা" ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবে? হজরতের আদেশ। ফৎহুল বারির ১৯শ খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠার লিখিত ব্যাখ্যাতে আমরা সরল-ভাবে ইহাই বুঝি যে, এমন কোন ঘটনা কি কার্য্য যাহাতে স্ত্রীলোকের বাহিরে না গেলে কোন মতেই চলিতে পারে না, সংসার

যাত্রা নির্ব্বাহ দুরূহ হইয়া পড়ে এবং কোন মতে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব মোচনের উপায়ান্তর না থাকে ; এমত স্থলে স্ত্রীলোকেরা আপাদ-মস্তক আবরণীয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে যাইতে পারেন। ইসলাম কাহারও প্রতি সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন নাই। আমরা তফসীর কাশ্শাফ হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃত ভিক্ষাজীবী মোসলমান স্ত্রীলোক শরীরের তিন স্থান ( হাত, মুখ, পায়ের পাতা ) খোলা রাখিয়া স্বীয় জীবিকা সংগ্রহার্থে বাহিরে যাইতে পারেন।

সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব বিবি সওদার বহির্গমন সম্বন্ধে বিবি আয়েশার যে হাদীস অবলম্বন করিয়া, স্বামীর অনুমতি না লইয়া দিবারাত্রি নির্ব্বিশেষে স্ত্রীলোকের যদিচ্ছা বহির্গমনের ব্যবস্থা সাব্যস্ত করিতে বহু যত্ন করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের প্রকৃত বিবরণ আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যথা—যে সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে মদিনা শরীফে সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোকদিগের মলমূত্র ত্যাগাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মানাছে নামক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। বিবি সওদা রাত্রিকালে ( এসার নামাজের সময় ) স্বীয় অনিবার্য্য দরকারী কার্য্যার্থে তথায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হজরত ওমরের ( রাঃ ) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বিবি সওদার স্থূলাঙ্গ দেখিয়া হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন— "হে সওদা ! তুমি আমাদের নিকট আত্মগোপন করিতে পার না" ইত্যাদি। বিবি সওদা তৎক্ষণাৎ সরাসরি হজরতের নিকট গিয়া হজরত ওমরের কথা জানাইয়াছিলেন। তখন হজরত, বিবি আয়েশার গৃহে নৈশ ভোজন করিতেছিলেন এবং একখণ্ড অস্থি সংযুক্ত মাংস খাইতে-ছিলেন ঐ মাংস খণ্ড খাইতে কিম্বা পাত্রে রাখিতে তিনি সময় পাইলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট খোদাতায়ালার আদেশ অবতীর্ণ হইল। তিনি কিয়ৎকাল প্রশান্তভাবে থাকিয়া কহিলেন, "তোমাদের দরকারী কার্য্যে বহির্গমনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" পাঠক, এখন

এই দরকারী কার্য্যটি কি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। জনাব সম্পাদক সাহেব বলিয়াছেন, "তোমাদের কাজ কামে বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে" ইত্যাদি, এবং আদেশটীকে বহুবচন ও সাধারণভাবে প্রকাশ করিয়া কার্য্য নির্বিবশেষে স্ত্রীলোকের বহির্গমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নয়। হাদিসে "লে হাজতে হিন্না" এই একবচন শব্দটী থাকাতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে মলমূত্রাদি নির্দ্দিষ্ট অপরিহার্য্য দরকারী কার্য্যটীকে লক্ষ্য করিয়া আদেশটি প্রদত্ত হইয়াছিল। আদেশটি যদি সাধারণ কাজ-কামকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে আরবী ভাষার কায়দা অনুসারে "লে হাওয়ায়েজে হিন্না" শব্দটি প্রয়োগ হইত। আমরা হাদিস ও তফসীরাদি গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাই, তাহা পাঠে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, জ্ঞানী লোকেরা বিবি আয়েশার উক্ত হাদিসটি কেবল বাহ্য প্রস্রাবাদি অনিবার্য্য দরকারী কার্য্যার্থে বহির্গমনের আদেশ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বিবি আয়েশা কিম্বা হজরতের অন্যান্য পত্নীগণ কিম্বা পূর্ব্বকালীন অপর সাধারণ স্ত্রীলোকেরা এবং বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা হজ সম্পাদনার্থে যাইয়া যে তওয়াফ করিতেন এবং করেন, তাহা হজরত প্রেরিত মহাপুরুষের উক্তির অন্তর্গত দরকারী কার্য্য সকলের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দরকারী কার্য্য; কেননা তওয়াফ করা হজের একটি প্রধান অঙ্গ। হজ করিতে যাইয়া তওয়াফ করিবার আদেশ, কিম্বা হজরতের পত্নীগণ হইতে তাহার আদর্শ আছে বলিয়া যে কার্য্য নির্ব্বিবশেষে সমস্ত মোসলেম রমণী "যদিচ্ছা" মুখ হাত খুলিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইতে পারে ?

জনাব সম্পাদক সাহেব স্বীয় মতের সমর্থনার্থে নবাবী ২য় খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "হজরতের বিবিদিগের

বাটীর বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু আবশ্যক মতে মলত্যাগ করিবার জন্য গৃহের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ ছিল না"। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে, মোসলমান সমাজ মধ্যে যাঁহারা অতি কঠোর ভাবে স্ত্রীলোকের পর্দ্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও আপন আপন স্ত্রী কন্যাদিগকে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে আপত্তি করেন না এবং তদ্রূপ করিবার কোন হেতুও উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা যাহাদের বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, কিম্বা যে স্ত্রীলোকদিগের কণামাত্র আত্মসম্মান বোধ আছে, তাঁহারা মল-মূত্রাদি ত্যাগের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত স্থান প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু সম্পাদক সাহেব কি বলিতে পারেন যে, বাহ্য করিবার জন্য গৃহের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না বলিয়া নবী পত্নীগণ ঐ কার্য্যার্থে কোন লোকসংঘ মধ্যে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে যাইতেন? মোসলেম স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, কোন মোসলমান পুরুষও কি ঐ প্রকার নির্লজ্জ কার্য্য করিতে নিতান্ত সংকুচিত হইবেন না? জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই ঐ গোপনীয় কার্য্যার্থে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতস্থান খুঁজিয়া লইয়া থাকেন। মলমূত্র ত্যাগের জন্য বাহিরে যাওয়া নবীপত্নীদিগের প্রতি নিষিদ্ধ ছিল না বলিয়া কি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব যে, ঐ হেতুবাদে মোসলেম রমণীগণ "হাত মুখ খুলিয়া 'যদিচ্ছা' ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

হজরত প্রেরিত মহাপুরুষের পরলোকগমনের পর তাঁহার সহচরগণ কিম্বা পরবর্ত্তী লোকেরা হাদীস ও তদ্‌ব্যাখ্যা শ্রবণার্থে নবীপত্নীদিগের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারাও যথাযোগ্যরূপে আত্মসম্মান রক্ষাপূর্ব্বক, আপাদমস্তক আবরণীয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিতেন। ইহাতে আমরা স্ত্রীলোকদিগের হাত মুখ খুলিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক "যথেচ্ছা"

ইতস্ততঃ যাতায়াত করিবার আদেশ কিম্বা ইঙ্গিত পাই না। যদি বর্ত্তমানকালে কোন গ্রামে কিম্বা নগরে তদ্রূপ কোন পবিত্র-চরিত্রা শিক্ষাদান-সুনিপুণা সমাজের মাতৃস্বরূপা মোসলেম রমণী যথাযোগ্যরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে শিক্ষা-দানে প্রবৃত্তা হন, তাহাতে নিতান্ত নীচাশয় ব্যক্তি ব্যতীত কে আপত্তি করিতে পারে? কিন্তু জানানা মিশনরি ভগ্নীগণ যেমন হাত কব্‌জী পর্য্যন্ত ও মুখমণ্ডল এবং কেহ কেহ বা পায়ের পাতা অনাবৃত করিয়া পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় শিক্ষা দিয়া বেড়ান, সম্পাদক সাহেব মোসলেম নারীদিগের জন্য কি তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন?

ভাদ্রের আল এসলামে সম্পাদক সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "বদমাইসদিগের এই দুষ্টামী এবং তাহাদের অত্যাচার নিবারণ কল্পে কোরাণ শরীফে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—যথা "হে নবী (মোহম্মদ), তুমি নিজ স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এবং সমস্ত মোসলেম মহিলাবর্গকে কহিয়া দাও, তাহারা যেন (বাটী হইতে বাহির হইবার সময়) গায়ের উপর একটা চাদর ফেলিয়া লয়, ইহাতে তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যাইবে (যে ইহারা সচ্চরিত্রা পুরমহিলা) ইহার ফলে তাহারা আর নির্য্যাতিত হইবে না"। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, "বাটী হইতে বাহির হইবার সময়" এবং "সচ্চরিত্রা পুরমহিলা" প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য আয়াতে এই পদ দুটি আছে কি? পদ দুটি বাস্তবিক ঐশিক বাক্যাংশ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কল্পিত? যদি প্রকৃত পক্ষে পদ দুটি ঐশী বাক্যাংশ না হয়, মাত্র কেহ মনের ভাব আবেগে টানিয়া লইয়া পদ দুটিকে কৌশলে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া, আরবীভাষায় জ্ঞানহীন সমাজে প্রত্যাদিষ্ট বাক্যের অর্থাৎ কোরাণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা "অশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী" লোক, ইহাতে আর কি বলিব, ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়—ধিক্ শত বার সেই আলেমকে, যিনি স্বমত

সমর্থনার্থে খোদাতায়ালার বাক্যে চতুরতার সহিত প্রকারান্তরে কিছু সংযুক্ত করেন। কোরাণের বাক্যে ভ্রান্তি জন্মাইবার এমন সহজ উপায় আর কি আছে ?

আলোচ্য আয়াতে উক্ত হইয়াছে ;—"হে নবী ! তুমি নিজ স্ত্রীদিগকে, নিজ কন্যাদিগকে এবং মোসলমান স্ত্রীলোকদিগকে কহিয়া দাও, যেন তাহারা চাদর দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া লয় ; তাহাতে লোকে সহজে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, এবং তাহাতে তাহারা নির্য্যাতিত হইবে না।" এই আয়াতের "শানে নজুল" অর্থাৎ অবতীর্ণ হইবার কারণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হজরতের স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মোসলমান স্ত্রীলোকেরা রাত্রি কালে মল-মূত্রত্যাগার্থে নির্দ্দিষ্ট 'মানাছে' নামক ময়দানে যাইতেন। তৎকালে দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত ; তন্নিবারণার্থে উৎপীড়নকারী দুষ্টদিগকে তদ্বিষয় বলাতে তাহারা উত্তর দেয় যে, আমরা কুলটা দাসীদিগের সহিত এই প্রকার ব্যবহার চিরকালই করিয়া আসিতেছি ; আমরা সেই কুলটাদিগকেই খুঁজিয়া বেড়াই। মোহম্মদের পুরনারী কিম্বা অপর কোন মোসলমান মহিলাকে উত্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না বলিয়া, সময় সময় তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়া যায়। দুষ্ট বদমায়েস লোকদিগের এই উপদ্রব নিবারণার্থেই উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহা অন্য কোন কাজ কামকে লক্ষ্য করে না। অতএব গায়ে চাদর ঝুলাইয়া দিয়া যে তাহাদিগকে বহির্গমনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ঐ নির্দ্দিষ্ট এক অনিবার্য্য দরকারী কার্য্য—রাত্রিকালে মানাছে নামক স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার জন্য—অন্য কোন কার্য্যের জন্য নহে। তফসীর মাআলেমুৎ তনজীল দ্রষ্টব্য।

"গায়ের উপর একটা চাদর ফেলিয়া লয়"—কোরাণোক্ত সেই চাদর কি প্রকার ? আমরা পাঠকগণকে দেখাইয়াছি যে, বয়জাবী ও

কাস্যাফ্ প্রভৃতি তফসিরকারদিগের মতে এই চাদর স্ত্রীলোকের আপাদ মস্তক আবরণীয় বস্ত্রবিশেষ। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় চাদর বলিলে যে প্রকার বস্ত্র বুঝায়, কিম্বা ইংরেজ সাহেব-পাড়ার আয়ারা যে প্রকার চাদর গায়ের উপর ঝুলাইয়া দিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আয়াতে কথিত চাদর তদ্রূপ কোন বস্ত্র নহে। তার পর "ইহাতে তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যাইবে" এই পদে আমরা সরলভাবে ইহাই বুঝি যে, ঐ প্রকার আত্মসম্মানসূচক সর্ব্বাঙ্গ আবরণীয় পরিচ্ছদ সাধ্বী ও বিশ্বাসিনী ভদ্ররমণীদিগের চিহ্ন। "ইহার ফলে তাহারা নির্য্যাতিত হইবে না" অর্থাৎ খোদাতালার আজ্ঞানুযায়ী ঐ প্রকার পর্দ্দাপ্রথানুমোদিত বস্ত্র ব্যবহারকারিণী রমণীগণ দুষ্ট লোকদিগের এবং ইহজগতের সমস্ত কলঙ্ক কেলেঙ্কারির নির্য্যাতন ও পরকালের নির্য্যাতন হইতে সুরক্ষিতা।

যে সময়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে যেরূপ নরপিশাচ দুর্ব্বৃত্তগণ জগতে ছিল, বর্ত্তমান কালেও তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে ষ্টীমার ও রেলগাড়ীতে হাত কব্জী পর্য্যন্ত খোলা ও অনাবৃত মুখী অতি উচ্চ শ্রেণীর ( হিন্দু ) ভদ্র মহিলারা এবং কোন কোন সময়ে শরিয়ত লঙ্ঘনকারিণী সাধারণ মোসলমান স্ত্রীলোকেরা যে কি দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সম্পাদক সাহেব তাহার খবর রাখেন কি ? রেল ষ্টীমারে যাতায়াতকারিণী নিলর্জ্জা কুলটা এবং লজ্জাশীলা কুলকামিনীদিগের প্রতি নৈতিক জীবনে পতিত এই দেশস্থ জনসাধারণের দৃষ্টি ও ব্যবহার যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, মুখ হাত খুলিয়া স্ত্রীলোকের যথেচ্ছা যাতায়াত করা যে কত দূর বিপজ্জনক, তাহা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অনাবৃতা কুলটাগণের ইচ্ছা যে সকলে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, অথচ কুলকামিনীগণ কোন মতে ইচ্ছা করেন না যে, অপর বেগানা পুরুষ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু নরাধমেরা ঐ কুলবতী যুবতীদিগকেই বিষ

দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য লালায়িত। ইহার ফলে রেল-ষ্টীমারে অনাবৃত-মুখী ভ্রমণকারিণী স্বাভাবিক লজ্জাশীলা কুলকামিনীগণ ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা হইতে ভ্রষ্টা হইয়া এতদূর বেহায়া হইয়া পড়ে যে, দরকার হইলে শত শত লোকের দৃষ্টিগোচরে খোলা ময়দানে পায়-খানা প্রস্রাবার্থে বসিয়া যায়। ফলে তাহারা লোকের নিকট ধিক্কারের পাত্র এবং উপরোক্ত নরাধমদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। কেবল তাহা নহে বরং তথাবিধ স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রের দৃঢ়তা একেবারে শিথিল হইয়া যায়; আমরা এই প্রকার ঘটনার শত শত প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। কথিত স্ত্রীলোকেরা যে সমাজভুক্ত তাহাতে পর্দ্দাপ্রথা নাই বলিয়া উক্ত সমাজস্থ স্ত্রীলোকদিগকে নিলর্জ্জতার শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছে; এই সত্য কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ?

সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব দাবী করিয়া বলিয়াছেন, যথা "আমরা আল্লার কোরাণ ও রসুলের হাদীস লইয়াই আলোচনা করিতেছি, ইহাই এসলাম; কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামতে ইহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারি না।" কিন্তু আমরা অশিক্ষিত বিদ্যাহীন লোক, আমাদের এমন প্রবল বিদ্যা বুদ্ধি বা মীমাংসাশক্তি নাই যে, আমরা ঐ প্রকার পর্ব্বত প্রমাণ একটা দাবী করিতে পারি। অতীত কালের সাধু ধর্ম্মপরায়ণ ধীশক্তিসম্পন্ন, আল্লাহতালার প্রেম ও কৃপার পাত্র যাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও কোরাণ হাদিসের সুমিমাংসা প্রভাবে একাল পর্য্যন্ত খোদাতালার মনোনীত ও নিয়োজিত মানব ধর্ম্ম এসলাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; আমরা আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মতামত অগ্রাহ্য করিতে কোন মতেই সাহস করি না। প্রকৃত পক্ষেও দেখিতে পাই, জনাব সম্পাদক সাহেব স্বীয় দাবী রক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং আল্লামা এবনে হাজার আস্‌কালানি, এবনে জরিহ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির মতামত অবলম্বন করিয়া দৃঢ়রূপে দাঁড়াইতে

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার সুবিচারার্থে নিম্নে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিয়া বিচারভার পাঠক-দিগের হস্তেই সমর্পণ করিতেছি।

১। সম্পাদক সাহেব বোখারী শরীফ হইতে বিবি আয়েশার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের যদৃচ্ছা ( হাত মুখ পা খোলা রাখিয়া) বহির্গমনের অনুকূলে ব্যবস্থা সাব্যস্ত করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, হজরত প্রেরিত মহাপুরুষ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, যথা "তোমাদিগকে দরকারী কার্য্যের জন্য বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে"—হাত মুখ খুলিয়া যথেচ্ছা বহির্গমনের আদেশ নয়—কিন্তু দরকারী কার্য্যে। এই দরকারী কার্য্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, যে কার্য্য অপরিহার্য্য, যাহা না করিলে নয়, তাহাই এই দরকারী কার্য্যের অন্তর্গত।

২। বিবি আয়েশার উক্তির সমালোচনায় বিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন "হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা আল্লার আদেশ মতে ওমরের মতকে রদ করিয়া আপন সহধর্ম্মিণীবর্গকে আবশ্যক মতে 'যদিচ্ছা' বাটীর বাহিরে গমনাগমন করার অনুমতি দিয়াছেন।" পাঠক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—দরকারী কার্য্যে বাহির হইবার অনুমতি দিয়াছেন, তারপর বলা হইতেছে, "আবশ্যক মত যদিচ্ছা বহির্গমনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে"। "আবশ্যক মতের" পরে আবার "যদিচ্ছা বহির্গমনের" আদেশ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ?

৩। ফৎহুল-বারী হইতে আল্লামা এবনে হাজর আস্কালানির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার "খোলাছা" করিয়া লেখা হইয়াছে যে, "হজরত রসুলোল্লাহ ( সঃ ) ওমরের নির্ব্বন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহা-দিগকে ( পূর্ব্ববৎ ) বাহির হইবার অনুমতি দিলেন, যেন আপনাদের

অভাব মোচন ও কষ্ট নিবারণ কালে তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বেগ পাইতে না হয়।” বন্ধনীর অন্তর্গত এই “পূর্ব্ববৎ” শব্দের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। ইহাকে যখন বন্ধনীর অন্তর্গত করা হইয়াছে, তখন অনুমান হইতেছে যে, ঐ “পূর্ব্ববৎ” শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ফৎহুল বারী গ্রন্থে নাই। শব্দটি সম্পাদক সাহেবের স্বকপোলকল্পিত। যাহা হউক, পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, বোখারী ও ফৎহুল বারি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সম্পাদক সাহেবের স্বমত সমর্থনার্থে উদ্ধৃত প্রমাণ সকলের একটিও স্ত্রীলোকের হাত, মুখ ও পায়ের পাতা অনাবৃত করিয়া “যদিচ্ছা” বহির্গমনের অনুকূল নহে। সম্পাদক সাহেবের প্রদত্ত প্রমাণসমূহে আমরা ইহাই শিক্ষা পাই যে, অপরিহার্য্য দরকারী কার্য্যার্থে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বহির্গমন করিতে পারেন। তফসীর তাবরী, ২২ খণ্ড—৩২ পৃষ্ঠা হইতে সম্পাদক সাহেব যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টরূপে দরকারী কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপ মুখমণ্ডলাদি সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিয়া বহির্গমন করিতে পারেন, ইহাই সাব্যস্ত করা হইয়াছে। জনাব সম্পাদক সাহেব তাবরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, যথা “তখন যেন দাসীদিগের ন্যায় চুল খুলিয়া মুখ অনাবৃত করিয়া বাহির না হন” ইত্যাদি (আল এসলাম ভাদ্রের সংখ্যা ২৫৬ পৃষ্ঠা)। ইহাতে হাত মুখ ও পা খুলিয়া স্ত্রীলোকের বহির্গমন করা সম্বন্ধে সম্পাদক সাহেবের নিজের মতই খণ্ডিত হইয়াছে। এ যাবৎ সমালোচনায় হাত মুখ ও পা অনাবৃত করিয়া মোসলেম রমণীর “যদিচ্ছা” বাটীর বাহিরে গমনাগমন করার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কোন আদেশ কি ইশারা প্রকাশ পায় নাই, বরং তফসীর তাবরী হইতে উদ্ধৃত এবনে জরির মন্তব্যের খোলাছাতে সম্পাদক সাহেব স্পষ্টরূপেই স্ত্রীলোকের অনাবৃত মুখে ও খোলাচুলে বহির্গমন করা নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তারপর ভাদ্রের সংখ্যা আল এসলামে হাদিস সংক্রান্ত ১ম আলোচনায় সম্পাদক

সাহেব বলিয়াছেন, "হজরত আল্লার আদেশমতে নিজ সহধর্ম্মিণীগণকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তোমরা ওমরের কথায় কর্ণপাত করিও না, তোমাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে বাটির বাহিরে গমনাগমন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" "তোমরা ওমরের কথায় কর্ণপাত করিও না।" সম্পাদক সাহেব এই পদটি কোন্ সহিগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ? প্রকৃত পক্ষে ঐ পদটি কোন সহি হাদীস গ্রন্থে আছে কি ? না সম্পাদক সাহেব স্বীয় মত সমর্থনার্থে ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া পদটি কল্পনা করত ঐটীকে নবির আদেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "তোমরা ওমরের কথায় কর্ণপাত করিও না" এই পদটি, সম্পাদক সাহেবের লিখনানুযায়ী রসুলের আদেশাংশ না হইয়া প্রকৃত পক্ষে যদি তাঁহার নিজ কল্পনাপ্রসূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তৌবা করিতে বলা ব্যতীত আমরা আর কি বলিতে পারি ?

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, প্রকৃত পক্ষে মোহম্মদী সম্প্রদায়ের, "মোহম্মদী" ও "আল এস্‌লাম" নামক পত্রিকাদ্বয়ের সুচতুর সম্পাদক সাহেব "আল এস্‌লামে" পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত করিয়া পবিত্র প্রথাটিকে নিতান্ত প্রত্যাখ্যান করত মোসলমান রমণীকুলকে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বাহির হইবার ও তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধানুযায়ী "মুক্ত বায়ুতে" ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একটু ধীরভাবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কেবল স্বদল ও স্বমত সমর্থনার্থে কতকগুলি কূট তর্ক ও ধোকাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। সত্য সত্যই খোদাতায়ালা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ইহলৌকিক কল্যাণ সাধনার্থে দিন এসলামে স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে অবস্থান ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুবিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব শ্রাবণের সংখ্যা আল এসলামে সুরা নূরের ৪র্থ রূকুর অন্তর্গত পর্দ্দা সম্বন্ধীয় আয়ত সকল অবলম্বন করত হাত, মুখমণ্ডল ও পা খোলা রাখিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখ-বর্ত্তিনী হওয়া বিধিসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং স্বীয় মতের সমর্থনার্থে তফসীর তাবরী ও তফসীর কবীর হইতে উক্ত আয়ত সম্বন্ধীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদ্ধৃত মন্তব্যগুলির যথাযথ মর্ম্ম প্রকাশ না করিয়া, মোটের উপর তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সার মর্ম্মটা আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। যাহা মর্ম্ম তাহা মর্ম্মই, তাহার সার অসার শ্রেণী ভেদ করার উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বিজ্ঞ পাঠক নিজেই অনুমান করিয়া লইবেন।

সুবিখ্যাত গ্রন্থ তফসীর হোসেনী—উপরোক্ত পর্দ্দাসম্বন্ধীয় আয়ত সমূহের ( সুরা নূরের ৪র্থ রূকুর অন্তর্গত ) যে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি যথা—"চক্ষু মানব-দেহে শয়তানের দ্রুতগামী পদাতি, যেহেতু অন্যান্য ইন্দ্রিয় স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করে, কোন বিষয় আপনাদের মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে তাহারা তাহার ভোগে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু চক্ষু এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে, সে দূরস্থ ও নিকটস্থ পাপ বিপদকে টানিয়া আনে, এইজন্য অবস্থা বিশেষে নয়ন সংযত কিংবা অবরুদ্ধ করার বিধি হইয়াছে। মহাত্মা শিব্‌লী বলিয়াছেন যে, শিরশ্চক্ষুকে অবৈধ দর্শন সম্বন্ধে এবং অন্তশ্চক্ষুকে ঈশ্বরেতর পদার্থের আলোচনা সম্বন্ধে অবরুদ্ধ কর"। ইহাতে স্ত্রীলোকের সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখবর্ত্তিনী হওয়ার পক্ষে কি ইসারা ইঙ্গিত আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তার পর ভূষণ ও ভূষণস্থান সম্বন্ধে উক্ত তফসীর বলিতেছেন যথা—"কার্য্য করিবার সময় এই সকল বসন ভূষণ ব্যক্ত হইয়া থাকে—যথা, অঙ্গুরীয়, বসনাঞ্চল, চক্ষের কজ্জল এবং করতলের রঞ্জন দ্রব্য—এই

সমুদয় ব্যতীত অন্য ভূষণ নারীগণ লোকের নিকট প্রকাশ করিবেন না।" এই লোক শব্দে, অন্তঃপুরে যাতায়াত করিবার অধিকারী মহররমগণকে না বুঝাইয়া যে বাহিরের জনসাধারণকে বুঝায় এই প্রকার সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, এস্থলে ভূষণ অর্থে ভূষণস্থান। যেন আপন আপন কণ্ঠদেশে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া রাখে, অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা উত্তরীয় বস্ত্র বিশেষ মস্তক হইতে কণ্ঠের উপর ঝুলাইয়া রাখিবে, তাহাতে তাহাদের কেশ-পাশ, কর্ণমূল, গ্রীবা ও বক্ষস্থল আচ্ছাদিত থাকিবে। যে সকল স্বগণ পুরুষের সাক্ষাতে ভূষণস্থান প্রকাশ করিবার বিধি হইল, তাহাদের সহিত বিবাহের বিধি নাই। সহস্তন্যপায়ী ভ্রাতার সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। পিতৃব্য ও মাতৃস্বসৃপতি ভ্রাতার স্থলে গণ্য। স্থানান্তরে তাঁহাদিগকেও ভূষণস্থান প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা আপন আপন পুত্রের নিকট তাহা বর্ণনা করিতে মোসলমান মহিলাদিগের ভূষণ স্থান প্রকাশ করিবে। ইসায়ী, য়িহুদী, সূর্য্যোপাসক ও পৌত্তলিক নারীগণের নিকট উহা প্রকাশ করিবে না, তাহারা পর পুরুষতুল্য। গোপনীয় ভূষণস্থান তাহাদিগকে প্রদর্শন করা মোসলমান নারীদিগের পক্ষে উচিত নহে * * * অকাম পুরুষ ভৃত্যগণ যাহারা খাদ্যাদির অনুরোধে অন্তঃপুরে যাতায়ত করে, যুবতী নারী দর্শনে যাহাদের মনে কুভাবের উদ্রেক হয় না অর্থাৎ যাহারা বৃদ্ধ, বিকারবিহীন নির্ব্বোধ ভৃত্য তাহাদিগকে নারীগণ ভূষণস্থান প্রদর্শন করিতে পারেন। যে সকল শিশু বালক স্ত্রীসংসর্গের কোন তত্ত্ব রাখে না, তাহাদিগকেও দেখাইতে পারেন। মহিলাদিগের চলিবার সময় চরণভূষণের ধ্বনি যেন পুরুষের কর্ণগত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়ার সম্ভব"। (১) এইস্থানে পর পুরুষ মহররম, গায়ের

---

(১) একটা মাতাল একদিন গান করিতেছিল। যথা—

ও—মজালি প্রাণ ঝুমকা নথে—

মহররম বলিয়া কোন কথা নাই। আয়তে উক্ত হইয়াছে "যাহাতে তাহাদের গুপ্ত অলঙ্কারগুলি লোকে জানিতে পারে"। সুবিজ্ঞ তফসীরকার বহু গবেষণাপূর্ব্বক এই "লোক" অর্থে "পুরুষ" সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, চলিবার সময় চরণভূষণ ধ্বনি যেন পুরুষের কর্ণগত না হয়।

জনাব সম্পাদক সাহেব এমাম তাবরীর সুপ্রসিদ্ধ তফসীর হইতে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহতালা এই আয়তে বলিতেছেন যে, হে স্ত্রীলোকগণ! তোমরা পায়ে এমত গহনা পরিও না, যাহাতে তোমাদের যাতায়াত ও চলাফেরা করার সময় যাহাদের মধ্যে তোমরা যাতায়াত কর, তাহারা তোমাদের গহনার বাজনা শুনিতে পায়।" শ্রাবণের সংখ্যায় তিনি তাঁহার ৪নং সিদ্ধান্তের আরম্ভে আয়তের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "তাহারা যেন এমন ভাবে পায়ের আঘাত না করে, যাহাতে তাহাদের গুপ্ত অলঙ্কারগুলি লোকে জানিতে পায়"। তারপর দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, "এখানে লোকেরা অর্থে কি পরপুরুষগণ নহে?" আয়তে উল্লিখিত "লোকেরা" এবং এমাম তাবরীর মন্তব্যান্তর্গত "যাহাদের," "তাহাদের" প্রভৃতি শব্দগুলি যে অন্তঃপুরে গমনাগমনের অধিকারী মহররম পুরুষ এবং উপরে কথিত বৃদ্ধ, শিশু বালক ও বিকারবিহীন নির্ব্বোধ ভৃত্যগণকে না বুঝাইয়া বাহিরের পরপুরুষদিগকে বুঝাইতেছে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? যে সকল স্ত্রীলোক বিধানানুযায়ী পর্দ্দায় থাকেন

---

আটগাছি মল পায় হেলিয়ে দুলিয়ে যায়, তেলের বাটি গামছা হাতে; ইত্যাদি। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন—গীতরচনাকারী কোন অনাবৃতমুখী স্ত্রীলোককে ঝুমকা কাণে ঝুলাইয়া, তেলের বাটি ও গামছা হাতে করিয়া এবং শব্দায়মান আটগাছি মল পায়ে দিয়া হেলিয়া দুলিয়া যাইতে দেখিয়া বিকৃতমনা কামাতুর হইয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনাবৃত মুখে স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সম্মুখিনী হওয়ার এই ফল।

অর্থাৎ অন্তঃপুরে অবস্থান করেন, তাঁহারা তথায় কি চলা ফেরা বিবর্জিত হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকেন ? সম্পাদক সাহেব তাঁহার স্বকীয় অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে ও অন্তঃপুরের গণ্ডি মধ্যে চলাফেরা করিতে কি কখন দেখেন নাই ?

প্রকৃত পক্ষে এমাম তাবরীর মন্তব্যান্তর্গত "যাহাদের," "তাহারা" প্রভৃতি শব্দগুলি বাহিরের কোন গায়ের মহররম কিম্বা জনসাধারণকে লক্ষ্য করে না। পায়ে শব্দকারী অলঙ্কারের অহংকারউদ্ভাবনী, দাম্ভিকতা প্রকাশক, গরবিণী ভাবপ্রকাশিকা ও পুরুষের চিত্তাকর্ষক প্রভৃতি বহুবিধ দোষ আছে বলিয়াই উহা খোদাতালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সম্পাদক সাহেব আয়তোল্লিখিত এবং তাবরীর মন্তব্যান্তর্গত "যাহাদের", "তাহারা" এবং "লোক" প্রভৃতি শব্দগুলিতে পরপুরুষ সাব্যস্ত করিয়া ধোকাবাজী সহকারে বলিতেছেন, "অতএব পুরুষদিগের ( অর্থাৎ পরপুরুষদিগের ) সম্মুখীন হওয়ার স্পষ্ট অনুমতি এই আয়তে সূচিত হইতেছে কিনা বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করুন"। ইহাতে আমরা কি বলিব ? আমরাও বলিতেছি, পাঠক (মোসলমান) ! সাবধান, বিজ্ঞতা ও অতি ধীর বিবেচনার সহিত বর্ত্তমান যুগের আত্মজ্ঞান ও বিদ্যায় নির্ভরকারী ব্যক্তিদিগের ও মজহাববিহীন সম্পাদকদিগের মীমাংসা ও মন্তব্য সম্বন্ধে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে !! ( ১ )

সম্পাদক সাহেব বলিয়াছেন, "মুখমণ্ডল, হাত কব্জী পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের সম্মুখে উহা খুলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক, সেই জন্য সকলেই

---

( ১ ) পূর্ব্ববঙ্গে একটা প্রচলিত কথা আছে "মলের ঝনঝনি ও টাকার কনকনি শব্দে যে ব্যক্তি পরাভূত না হয়, সেই সিদ্ধপুরুষ।

একমতে বলিয়াছেন যে—ঐ দুটি অঙ্গ স্ত্রীলোকের "ছতর" বা অবশ্য আচ্ছাদনীয় অঙ্গ নহে" ইত্যাদি—আমাদের সমালোচনায় আমরা ঐ প্রকার অযথা উক্তির যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছি যে, স্ত্রী-মুখমণ্ডল স্বাভাবিক জীনৎ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং অপরিহার্য্য দরকারি কার্য্যার্থে তাহা আবৃত করিয়া স্ত্রীলোকের বহির্গমনবিধি সঙ্গত বটে। ইহার প্রমাণ আমরা কোরাণ হাদীস এবং অতি মহৎ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্ত হইতে প্রদর্শন করিয়াছি। প্রমাণিত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে—একদা হজরত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দামন অর্থাৎ বস্ত্রাঞ্চল অতিরিক্ত ঝুলাইয়া বেড়াইবে, কেয়ামতে খোদাতালা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি করিবেন না। তাহাতে বিবি ওম্মে সলমা বলিয়াছিলেন "হে রসুলোল্লা আমরা স্ত্রী-লোক, আমাদের জন্যও কি ঐ ব্যবস্থা ?" তাহাতে হজরত উত্তর দিয়াছিলেন, "তোমরা ( স্ত্রী-লোকেরা ) সচরাচার যে প্রকার মাথা হইতে পদ-প্রান্ত পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া থাক, তদপেক্ষা পায়ের দিকে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত কাপড় অধিক ঝুলাইয়া দিবে।" তাহাতে বিবি ওম্মে সালমা পুনরায় বলিয়াছিলেন "তাহাতেও হাঁটিবার সময় পা বাড়াইতে পা দেখা যাইতে পারে ?" তদুত্তরে হজরত নবী ( সঃ ) বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে এক হাত কাপড় পায়ের দিকে ঝুলাইয়া দিবে, তাহা হইলে যথেষ্ট হইবে।" তৎপর কোন কোন স্ত্রীলোক বিবি ওম্মে সালমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমরা যদি এক হাত পরিমিত কাপড় পায়ের দিকে ঝুলাইয়া দিই, তাহা হইলে কোন ময়লা অপবিত্র স্থান দিয়া যাতায়াত কালে কাপড়ে ময়লা অপবিত্রতা লাগিতে পারে। ইহার উত্তরে বিবি ওম্মে সালমা বলিয়াছিলেন, "এসম্বন্ধে প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, ঐ প্রকারে কাপড়ে যে ময়লা ও অপবিত্রতা লাগিবে, তাহা পুনরায় পবিত্র ও পরিষ্কার স্থান দিয়া যাতায়াত কালে পরিষ্কৃত ও পবিত্র হইয়া যাইবে।" ( দেখ মেসকাত ) এই হাদীসের

আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রী-লোকের পা বাহির করিয়া চলাফেরা করা হজরত রসুল ( সঃ ) এর মত বিরুদ্ধ। ইহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, স্বাভাবিক জীনৎ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীনৎ মুখমণ্ডল অনাবৃত করিয়া স্ত্রী-লোকের যথেচ্ছা ভ্রমণ করা কত দূর নিষিদ্ধ।

ঐ দুটি অঙ্গ ( স্ত্রীলোকের হাত ও মুখ ) সম্পাদক সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরপুরুষের নিকট খুলিয়া রাখা যে কেন নিতান্ত আবশ্যক, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কেননা বোরকা পরিয়া, আপাদমস্তক আবৃত করিয়া অনেক স্ত্রী-লোককে আমরা খরিদ বিক্রয় করিতে দেখিয়াছি। কোন বস্তু বিক্রয়-কারিনীর নিকট—কোন ক্রেতা তাহার মুখ দেখিয়া কিনিয়া থাকেন না কিম্বা কোন ক্রয়কারিনী আপনার মুখ দেখাইয়া ক্রয় করেন না। বিক্রীত কিম্বা ক্রীত বস্তুর ভালমন্দ গুণাগুণ দেখিয়াই কেনা বেচা হইয়া থাকে। যেখানে মুখ দেখিয়া কেনা বেচা হয়, সেই খানেই কিছু মন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হজর-তের আম সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তির খোরমা ও খেজুরের একটি দোকান ছিল, একজন অনাবৃতমুখী পরমা সুন্দরী যুবতী—ঐ দোকানে খোরমা খরিদার্থে গিয়াছিলেন। দোকানদার যুবতীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে দোকানাভ্যন্তরে নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার চৈতন্য হওয়াতে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে, প্রেরিত মহা পুরুষের নিকট গিয়া স্বীয় কুকার্য্যের বিষয় জ্ঞাত করিয়া কি প্রকারে তাঁহার পাপ প্রক্ষালিত হইতে পারে, তদ্বিধান জিজ্ঞাসা করেন—হজরতের দোয়া-বরকতে তাঁহার অপরাধের মার্জ্জনা হইয়াছিল ( মেসকাত )। অবশ্য আমরা কোরাণ ও হাদীসানুমোদিত পবিত্র পর্দ্দাপ্রথার ষোল আনা পক্ষপাতি, কিন্তু সম্পাদক সাহেব যে প্রকার স্ত্রীলোকের গৃহকোণে নিশ্চল ভাবে

আবদ্ধ হেজাব অবরোধের ( ১ ) কল্পনা করিয়াছেন, আমরা তথাবিধ বন্দিদশার পক্ষপাতি নহি, বরং তাহার বিরোধী। অবরোধ ও পর্দ্দাপ্রথা এক জিনিস নহে। আচার ব্যবহার ও বাক্যকথনাদি মোসলমানের যাবতীয় কার্য্য শরিয়তের সীমায় সীমাবদ্ধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐ সীমার অন্তর্গত থাকিয়া উন্নত জীবন লাভ করেন, ইহা চির বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কোনরূপ সীমা লঙ্ঘনের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। খোদা করুন, মোসলমান সমাজ তদ্রূপ সীমা লঙ্ঘনের চিরবিরোধী থাকুন !

আমরা তুরস্ক প্রভৃতি কোন দেশবিশেষের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার অনুকরণীয় মনে করি না; কিন্তু ঐশিক বিধানের অনুগমন করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া মোসলমান সমাজ কদাচ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, বরং তাহাতে অধঃপতনই অনিবার্য্য।

---
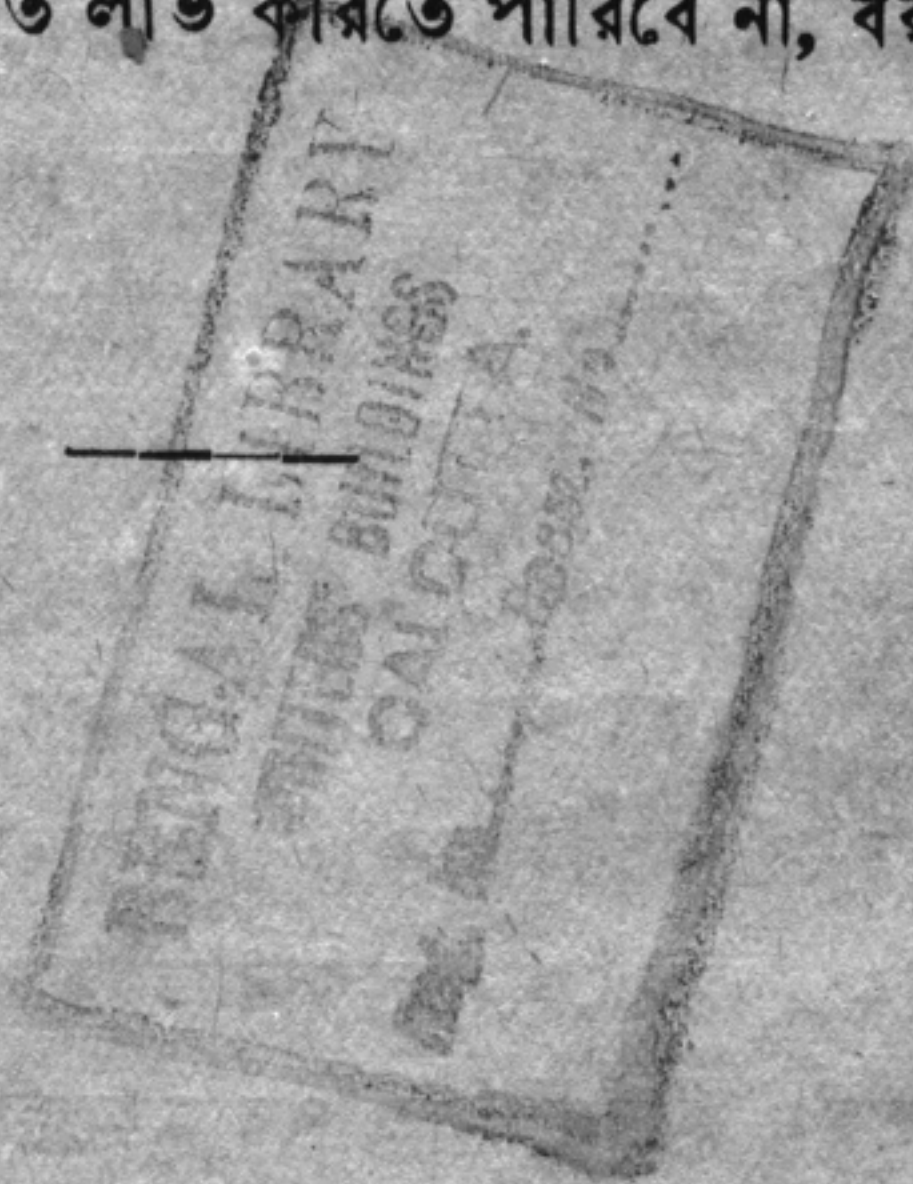


(১) হেজাব আরবী শব্দ এবং পর্দ্দা পারসী শব্দ; উভয়ের অর্থ অন্তরালে থাকা, ইহাতে অবরুদ্ধ বা কয়েদ থাকা বুঝায় না।